গোলাপী এখন প্লেনে

আশীষ বাবলু

একদিন একটা টেলিফোন পেলাম। লাইনের ঐ প্রান্তে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। নাম আকবর হোসেন।

- আপনি আমাকে চিনবেন না, তবে আপনাকে একটা জরুরি কারণে ফোন করেছি।

- বলুন আকবর ভাই, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি বললাম।

- আপনি জানেন নিশ্চয়ই ডঃ কাইয়ুম পারভেজের ছেলের বিয়ে?

- হ্যাঁ, মিহিরের বিয়ে।

- আপনি যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?

- হ্যাঁ, দাওয়াত পেয়েছি।

- আপনি ভাগ্যবান!

বিয়ের দাওয়াতের সাথে ভাগ্যের কি সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না। প্রতিদিন পৃথিবীতে কত বিয়ে হচ্ছে। কত মানুষ দাওয়াত খাচ্ছে। বিয়ে করাটা কপালের লিখন হলেও হতে পারে, তবে বিয়ের দাওয়াত পাওয়াটা ভাগ্যের হয় কি করে, আমি বেশ চিন্তিত বোধ করলাম।

- কার্ড পেয়েছেন?

- হ্যাঁ।

- কার্ডটা আমাকে দেবেন?

- বিয়ের নেমন্ত্রণ পত্র দিয়ে কি করবেন? তবে কার্ডটা খুবই সুন্দর। বিয়ের কার্ড কালেক্ট করেন বুঝি? আমি প্রশ্ন করি।

- না, সেই বিয়েতে যাবার আমার খুব ইচ্ছে।

আমি বেশ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম, বলে কি ভদ্রলোক! দাওয়াত পায়নি অথচ বিয়েতে যাবার ইচ্ছে। আমি টেলিফোন রিসিভার হাতে এই প্রান্তে নীরব। কি বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

- কার্ডটা আমার কাছে বিক্রি করবেন? আমি আপনার হয়ে বিয়েতে যেতে চাই,- বলে কি লোকটা!

- হ্যাঁ, বিয়ের প্রেজেন্ট আমি নিজে কিনে দেবো, বলবো, আপনার অনুপস্থিতিতে আমি এসেছি। ম্যানেজ করে নেবো।

আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না, বললাম, 'মনে কিছু করবেন না আকবর ভাই, আমি আপনার কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু খোলাসা করে বলুনতো কি বলতে চাইছেন?– বেশ রাগ হচ্ছিল।

- জানেন ঐ বিয়েতে কে আসছেন?

- হ্যাঁ দাওয়াত পেয়েছে যারা তারা আসছেন।

- আরে, তাদের কথা বলছিনা। আমার স্বপ্নের তিন রাজকন্যা আসছেন। সুচন্দা, ববিতা, চম্পা।

আমি হতবাক, হাসবো না কাঁদবো, তবে হেসেই ফেললাম। এর জন্য আপনি বিয়ের দাওয়াত কিনতে চাইছেন? ঐ প্রান্তে আকবর ভাইর গলার স্বর এবার বেশ কান্না ভেজা, বললেন, এদের

কাছাকাছি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল জানেন। দেশে থাকতে সে আশা পূর্ণ হয়নি। একবার এফডিসির গেটে দাঁড়িয়ে ববিতাকে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম, চেহারা দেখিনি গাড়ির কাচের ফাঁকে ববিতার মেঘ বরণ চুল দেখেছিলাম। ভদ্রলোক এটুকু বলে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন- গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে বল কি হবে...জীবন খাতার শুন্য পাতায় শুধু বেহিসাবই রয়ে যাবে...।

- আকবর ভাই, এ ব্যাপারে আপনাকে তেমন সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। দুনিয়ার বাড়ি, গাড়ি, দেশপ্রেম, চোখের জল থেকে মনের আবেগ পর্যন্ত বিক্রি হয় বলে শুনেছি। তবে বিয়ের দাওয়াত বিক্রি হয় এমন কথা আমার জানা ছিল না। আপনিই আমায় প্রথম শোনালেন। ভদ্রলোক তখনও গেয়েই চলেছেন- জীবন খাতার শুন্য পাতায় শুধু বেহিসাবই রয়ে যাবে...।

টুক করে আকবর হোসেন ফোন রেখে দিলেন। আমি ভদ্রলোকের উপর খুব একটা রাগ ধরে রাখতে পারলাম না। বরং নিজের উপরই রাগ হলো। তিন তিনটি ইতিহাস একসাথে হাজির হচ্ছে সেই বিয়ে বাড়িতে অথচ আমার মনের মধ্যে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আমার কি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে? আমার স্মৃতিরা কি সিডনির বন্ডাই বিচের বালিতে চাপা পড়ে গেছে? জীবিকা যদি জীবন হয় তবে জীবন কিসের জন্য?

জীবনের পাঁচ বছর ববিতার প্রেমে হাবুডুবু খেলেও ববিতাকে আমি কোনোদিনই চোখে দেখিনি। বড় বোন সুচন্দাকে দেখেছিলাম। মনে আছে পুরোনো ঢাকার কোতোয়ালী থানার পাশের জমিদার বাড়িতে শুটিং হয়েছিল 'বেহুলা' ছবির। বড় বড় লাইট, ক্যামেরা, লোকজন, বিয়ে বাড়ির মত জমজমাট ব্যবস্থা। তখন আমার এমন একটা বয়স, যেখানে খুশি যাওয়া যায়। অবাধ গতি। সোজা হাজির হয়েছিলাম অভিনেত্রীর মেকআপ রুমে। সেই প্রথম লাইট লাগানো ড্রেসিং টেবিলের আয়না দেখেছিলাম। আমার হতবাক হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকা সুচন্দা দেখছিলেন। সব মেয়ের ভেতরেই একজন মা অথবা একজন বোন লুকিয়ে থাকে। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার চুল আচরে দিলেন। হয়তো নাম বা কিছু জিজ্ঞেসও করেছিলেন। আমার স্মৃতি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তবে সে বয়সে এটুকু বুঝেছিলাম একজন সুন্দরী মহিলার হাতে চুল আচরানোর ভাললাগা, শুটিং দেখার চাইতে অনেক অনেক আরামদায়ক। স্কুলে সহপাঠীদের গর্ব করে সেই চুল আচরানোর গল্প করেছি। সুচন্দা তখন আমার আপা হয়ে গেছে। আর একটু যখন বড় হয়েছি সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে ববিতাকে বোন জাতীয় কিছু কখনোই ভাবিনি। এটা ফ্যামিলি প্লানিং এর যুগ, বেশি বোনটোন না হওয়াই ভালো।

মেয়েদের রূপ বর্ণনায় তখন ববিতার বিশেষণের প্রয়োগই ছিল সর্বক্ষেত্রে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ঐ মেয়েটা মোটা হলেও ববিতার মতো হাসি। সেই মেয়েটা হাবাগোবা হলেও ববিতার মতো চোখ। বাংলা ডিপার্টমেন্টের বাঁশপাতার মতো মেয়েটার চুল ববিতার মতো। সত্যজিৎ রায় বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে ববিতার মধ্যেই পেয়েছিলেন অনঙ্গ বৌকে। আমরা খুঁজতাম অন্য মেয়েদের মধ্যে ববিতাকে। মোট কথা ববিতার মতো কিছু একটা হলে তার সাথে প্রেম করা যায়।

কত স্মৃতি এই তিন কন্যাকে ঘিরে। আমাদের জীবনের ফেলে আসা দিন। কে কোলে তুলেছিল। কে হাত ধরেছিল। কে চিঠি দিয়েছিল সবই এখন অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা। সিনেমা হলই ছিল আমাদের যৌবনকালের সবচাইতে শান্তিময় জায়গা। বর্তমান ঢাকার ছেলেমেয়েদের বললে হয়তো আশ্চর্য হবে চাইনিজ রেস্তোরা ছাড়া আমাদের আমলে কোনো মেয়েকে নিয়ে এক কাপ চা খাবার মতো পরিচ্ছন্ন রেস্টুরেন্ট সমস্ত ঢাকা শহরে ছিল না। সিনেমা দেখাই তখন একমাত্র সুলভ সময়

কাটানোর জায়গা। দল বেধে ছেলেমেয়ে মিলে সিনেমা দেখেছি অথচ পাশে বসা মেয়েটিকে ভালবাসি বলতে পারিনি। কষ্টে ছটফট করতাম। পর্দায় যখন সুচন্দা, ববিতার মুখ ভেসে উঠতো, মনের অন্ধকার যেতো কেটে।

চম্পা সম্বন্ধে আমার তেমন কোনো স্মৃতি নেই। উনি যখন নায়িকা হলেন আমি তখন দেশছাড়া। অল্পবয়সী যারা আমার এই লেখা পড়েছেন তারা ববিতার জায়গায় চম্পা পড়তে পারেন। তাতে আমার এই লেখার মানহানি হবে না।

বৌভাতের পার্টিতে সত্যি সত্যি তিন কন্যাকে দেখলাম। আমার জীবনের ফেলে আসা ভাসা ভাসা অতীত নিয়ে তারা হাজির হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে একজন মানুষ অন্যজনের স্মৃতি কি করে বহন করে বেড়ায়।

মনে হচ্ছিল আমি এখন বিয়ে বাড়িতে নেই। আমি এখন বলাকা সিনেমা হলের টিকেট কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে যুথী অথবা জাহানারা হবে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। তাড়াতাড়ি করো। শুরু হয়ে যাবে। গোলাপী এখন ট্রেনে। বিয়ে বাড়িতে আমার পাশে বসা ভদ্রলোক কাবাব হাতে নিয়ে তিন কন্যাকে দেখছেন অপলক চোখে। তিনিও বোধহয় মনে মনে চিত্রালীর পাতা উল্টাচ্ছেন- সগৌরবে চলিতেছে তৃতীয় সপ্তাহ, রাজ্জাক, সুচন্দা, অভিনীত 'আনোয়ারা'।

ভদ্রলোক মুখ খুললেন, একটু কাবাব মুখে পুড়ে বললেন- নায়িকাদের সেই আগের যৌবন আর নেই। আমি বললাম- নায়িকারা চির যৌবনা হতে যাবে কোন দুঃখে! যৌবন ক্ষণকালের জন্য বলেই তো তার এত দাম। চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে সে জিনিস আর যাই হোক 'যৌবন' নয়। তাকে 'তালগাছ' বলা যেতে পারে।

নায়িকাদের বয়স হয়েছে ঠিকই তবে এখনো স্বমহিমায় উজ্জল। সময়ের কব্জিতে তো আর হাতঘড়ি বাধা নেই। এইযে নায়িকারা হেঁটে হেঁটে স্টেজের দিকে গেলো, বুঝলাম সময় অনেক কিছু কেড়ে নিলেও মেয়েদের ভঙ্গিটুকু কেড়ে নিতে পারে না। ইচ্ছে করেই কাছে যাইনি। তাজমহল দূর থেকে দেখাই ভাল।

আকবর হোসেন আপনাকে সেই টেলিফোনের জন্য ধন্যবাদ। আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন স্মৃতি হারিয়ে যায় না। সে কখনো কখনো জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় হঠাৎ জেগে উঠে।

ashisbablu@optusnet.com.au